2020

COMPULSORY BENGALI

(BNGM)

[For Honours & Major Students]

[NEW SYLLABUS]

Full Marks : 50 Time : 2 Hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

১। ক) নিম্নে উদ্ধৃত গদ্যাংশ পাঠ করে যে-কোনো **একটি** গদ্যাংশের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : ১৫

''দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল — অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী — আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।''

''দেখ, 'আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক

চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে — চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?''

''দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না — সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?''

''দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা

তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয় — তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর — আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর - ছি! ছি!'' —

প্রশ্ন : অ) বিড়ালের যুক্তি অনুসরণ করে দেখাও সে কিভাবে পরোপকার করেছে? ৩

আ) বিড়াল কেন নিজেকে কমলাকান্তের 'ধর্ম্মসঞ্চয়ের' কারণ হিসেবে দেখেছে? ৩

ই) কোন্ কোন্ দিক বিচার করে বিড়াল চোর অপেক্ষা কৃপণ ধনীকে বেশী দোষী সাব্যস্ত করেছে তা বিবৃত করো। ৩

ঈ) 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ' — এই উক্তির পশ্চাতে বিড়ালের বক্তব্য বিচার করো। ৪

উ) আলোচ্য প্রবন্ধাংশে বিড়াল এবং কমলাকান্ত কোন্ কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে তা দেখাও। ২

অথবা

''সিভিলিজেশন' যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে

প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত — তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সেকথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম - সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘণ করতে পারে।

নিভৃত সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।''

প্রশ্ন : অ) উদ্ধৃত অংশটি কার লেখা, কোন্ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত? ২

আ) 'সিভিলিজেশনে'র প্রতিশব্দ সম্পর্কে লেখকের কী অভিমত? ২

ই) লেখকের মতে আচার বা সদাচার কীভাবে এসেছে? ৩

ঈ) জীবনের প্রথম ভাগে লেখক ইংরেজকে কোন্ আসন দিয়েছিলেন? সেই আসন থেকে তার চ্যুতি কিভাবে ঘটলো? ৪

উ) ইংরেজ শাসনে থাকাকালীন ভারতবাসীকে যে নিদারুণ যন্ত্রনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল লেখকের অনুসরণে তার বর্ণনা দাও। ৪

খ) শব্দবিধির নিয়ম ভেঙে মাইক ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির কথা উল্লেখ করে পুরপ্রধানের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে পত্র লেখো। ১০

অথবা

সাম্প্রতিক কালে অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

গ) বাংলা পরিভাষা লেখো (যে-কোনো **দশটি**) : $\frac{১}{২} \times ১০ = ৫$

i) Academic Council

ii) Grievance

iii) E-Commerce

iv) Cast Iron

v) Duty Roster

vi) Bail

vii) Hearing

viii) Orphanage

ix) Notification

x) Malpractice

xi) Kit-Bag

xii) Ideology

xiii) Receipt

xiv) Screening

xv) Tender

২। ক) 'জন্মান্তর' কবিতায় কবি কোন্ জীবন পেতে চেয়েছেন? কবিতায় কবির কাঙ্ক্ষিত জীবনের যে চিত্র বর্ণিত তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো। ২+৮

অথবা

অমলকান্তির পরিচয় দাও। কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় বিবৃত করো। ২+৮

খ) 'কিন্নরদল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? সে কিভাবে সকলের অন্তর জয় করেছিল? ১+৯

অথবা

'পুন্নাম' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ১০

———